দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

12

বাইড পরিচালিত দূর শিক্ষণে বিএড কোর্সে জটিলতা

।। আবদুল মান্নান ।।

'সামার স্কুল' এবং 'উইন্টার স্কুল' নিয়ে বাইড পরিচালিত দূর শিক্ষণে বিএড কোর্সে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এই জটিলতার কারণে কয়েক হাজার প্রশিক্ষণার্থী ঠিক সময়ে কোর্স সম্পন্ন করতে পারছে না। এই জটিলতার কারণে দুই বছরের এই শিক্ষা কোর্স ৩ বছরেও সম্পন্ন করতে পারছে না। অন্যদিকে এই কোর্স ৩ বছরের মধ্যে অবশ্যই একজন শিক্ষার্থীকে শেষ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে শেষ করতে না পারলে ভর্তি বাতিল হয়ে যায় এবং অনেক শিক্ষার্থীর জীবন থেকে ৩ বছর ঝরে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। দূর শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বাইড) নিয়ম অনুযায়ী কোন প্রশিক্ষণার্থী ইচ্ছা করলে ৬ মাসের মধ্যেই ২টি ইউনিটের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারেন এবং তাতে তার ৬ মাস সময় বেঁচে যাবে। কিন্তু প্রথম সামার না করলে উইন্টার স্কুলে যোগ দিতে দেয়া হয় না। প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসা- তাহলে ৬ মাস সময় বেঁচে যাবে কিভাবে। পর্যবেক্ষক ও ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মতে দূর শিক্ষণে বিএড কোর্সের এসব জটিল নিয়ম-কানুন শিথিল করা হোক এবং কম সময়ে এই কোর্স সম্পন্ন করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এতো সব জটিল নিয়ম-কানুন অনেক প্রশিক্ষণার্থী জানেন না এবং না জেনে অনেকেই পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, পরে তা বাতিল হয়ে যায়। এই জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষকদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। অনেক শিক্ষকই মনে করেন যে, বিএড কোর্সের এই জটিলতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, অনেক শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষা কোর্সের মাধ্যমে বিএড করার সুযোগ না পেয়ে দূর শিক্ষণে বিএড করার সুযোগ নিয়ে থাকেন। তাদের প্রচুর সময় এবং ৪টি ইউনিটে (৯০০ টাকা করে প্রতিটি ইউনিটে) ৩৬০০ টাকা শুধু ইউনিট ফি দিতে হয়। এই অবস্থায় অনেক গরীব শিক্ষকের পক্ষেই এতো বেশী টাকা খরচ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তদুপরি প্রতিটি ইউনিটের ৬ মাসের কোর্সে অন্ততঃ ঢাকায় এসে অথবা পছন্দমাফিক কেন্দ্রে এসে প্রতিবিষয়ে কমপক্ষে দু'টি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয় এবং ঢাকায় এসে বা পছন্দসই কেন্দ্রে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এসে পরীক্ষা দিতে হয়। ফলে দূর শিক্ষণে বিএড কোর্স আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম থাকে না- বাস্তবে তা আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। এক জটিল প্রক্রিয়ায় ৪টি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার টাকা জমা দিতে হয়। কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে আবারও ঐ বিষয়ের জন্য টাকা জমাদান এবং প্রথম সামার ও দ্বিতীয় সামারের জন্য আলাদা করে টাকা জমা দিতে হয়। একটি সূত্র জানায়, এসব পদ্ধতিগত জটিলতা সম্পর্কে অনেক শিক্ষকই অবগত নন এবং জানানো হয় না।

সূত্র জানায়, দুই বছরের এই কোর্সে (প্রতিটি ৬ মাস করে নিয়ে) ৪টি ইউনিট পরীক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীরা অংশ নিয়ে থাকেন। বাড়তি রয়েছে প্রতিটি ইউনিট পরীক্ষার আগে ব্যবহারিক কাজ-কর্ম। এক হাজার নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথম ইউনিটের সাথে রয়েছে ব্যবহারিক পরীক্ষা পাদটীকা। দ্বিতীয় ইউনিটেও ১০টি পাদটীকা তৈরী এবং সামার স্কুলে (ব্যবহারিক শিক্ষাদানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যেই) যোদ দিতে হয়। তৃতীয় ইউনিটেও ১৫টি পাদটীকা তৈরী করে জমাদান এবং ইউন্টার স্কুলে (ব্যবহারিক শিক্ষাদান) যোগ দিতে হয়। চতুর্থ ইউনিটেও ৫টা পাদটীকা তৈরী এবং আবারও দ্বিতীয় সামারে (ব্যবহারিক শিক্ষাদানে) যোগ দিতে হয়। এছাড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।